Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.33

মুক্তিসূর্য্য জ্যোতিরাও ফুলে: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

ড. উত্তম দোলাই
সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান
দর্শন বিভাগ, রামানন্দ কলেজ
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে জ্যোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে ছিলেন একজন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব এবং চিন্তাবিদ। যিনি সামাজিক সাম্য ও মানবাধিকারের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের শিক্ষা, নারী অধিকার এবং সমতা প্রচার ও প্রান্তিক সম্প্রদায়ের উন্নয়নে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দলিত সহ অন্যান্য কৃষক ও নিম্নবর্ণের মানুষের অধিকারের সংগ্রাম করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্য শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সমাজের বর্ণ-ভিত্তিক আধিপত্যের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে নিপীড়িতদের মুক্তির জন্য তাঁর সংগ্রাম। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে কিভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানব মুক্তির অগ্রদূত হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরই আলোচনা করব। তার এই কর্ম পদ্ধতি তাঁকে মুক্তিসূর্য্য রূপে আখ্যায়িত হতে সাহায্য করেছে।

বীজশব্দ: সাম্য, মুক্তিসূর্য্য, মানবিকতা, মূল্যবোধ, দলিত, মানবতাবাদ

সাম্প্রতিক ভারতীয় দর্শন আলোচনায় মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের দর্শন ভাবনা অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। যদিও তিনি প্রচলিত অর্থে দার্শনিক ছিলেন না, তথাপি তাঁর কর্মপদ্ধতি একটি বিশেষ দর্শনের আলোকে উদ্ভাসিত। এই দর্শনকে আমরা বলতে পারি মানব মুক্তির দর্শন। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিহ্নিত হয়ে আছে তাঁর সমাজ পরিবর্তনের ধারণাকে আশ্রয় করে। এই সমাজ পরিবর্তনের ধারায় তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে বৈষম্যমূলক জাতিব্যবস্থা এবং একইসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে শিক্ষার হাত ধরে সমাজ পরিবর্তনের বিষয়টির উপর। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে মানব মুক্তির পথে অন্তরায় বলে বিবেচনা করে তারই পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে নারীমুক্তি ও দলিত মুক্তির প্রকল্প গ্রহণ করে। জ্যোতিরাও ফুলের দর্শনে আমরা লিঙ্গ বৈষম্য এবং জাতি বৈষম্যের ভাবনাকে নতুন পথে চালিত করে বৈষম্যহীন মানবাধিকারের আধারে আধারিত করে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গঠনের ইঙ্গিত পাই। অপরাপর

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

সমাজ সংস্কারকদের মতোই জ্যোতিরাও ফুলে নিজেকে তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং তাঁর দার্শনিক ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুক্তিসূর্য্যের অগ্রদূত হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের কর্মপদ্ধতি, সামাজিক আন্দোলন-সবকিছুই এক নতুন দর্শন চিন্তার আধারে আধারিত। এই নতুন দর্শন চিন্তাকে বলা হয় মানব মুক্তির দর্শন। এই মুক্তি আধ্যাত্মিক মুক্তি নয়। এই মুক্তি আসলে লিঙ্গ বৈষম্য থেকে মুক্তি, জাতি বৈষম্য থেকে মুক্তি। তৎকালীন ভারতীয় সমাজে নারী এবং পুরুষের মধ্যে এক বিশাল বিভেদের প্রাচীর তৈরী হয়েছিল। নারীদের গৃহবন্দী দশা, শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত হওয়া, কন্যা ভ্রূণ হত্যা, বাল্য বিবাহ, বিধবাদের ওপরে অত্যাচার-এই সব কিছুই ছিল প্রাতিষ্ঠানিকতার নিষ্ঠুর নিদর্শন। সমাজ নামক যে প্রতিষ্ঠানে মানুষ হিসাবে আমরা বাস করি সেই প্রতিষ্ঠান সমস্ত মানুষের জন্য সমান সুযোগ এবং আধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। মনুবাদী জাতিব্যবস্থা এক বিশেষ সম্প্রদায়কে চিরতরে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে দেওয়ার যে কৌশল সামাজিক বিধিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছিল তাকেই আমরা বহন করে চলেছিলাম ঈশ্বরের অমোঘ নির্দেশের মতো। সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সুকৌশলে ধর্মকে জুড়ে দিয়ে অধর্মের কাজ সমাজ অনুমোদন করে চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে। জ্যোতিরাও ফুলে তথাকথিত সমাজ নামক প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন এবং একইসঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন মনুষ্যত্বকে।

মহাত্মা জ্যোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে (১১ই এপ্রিল, ১৮২৭ – ২৮শে নভেম্বর, ১৮৯০) উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম সমাজ সংস্কারক চিন্তাবিদ ও সমাজকর্মী। তাঁকে অনেকে জ্যোতিবাও ফুলে বলেও জানেন। শূদ্র জাতির অন্তর্গত 'মালি' পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় পারিবারিক সূত্রে তিনি ফুলে হিসাবে পরিচিতি পান। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি খুব সহজেই তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় শূদ্র তথা অস্পৃশ্য নিম্নজাতির মানুষদের সামাজিক শোষণ, নিপীড়ন এবং বঞ্চনাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। হিন্দু 'বর্ণাশ্রম' প্রথা অধ্যয়ন করে তিনি জানতে পেরেছিলেন সমাজে উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, যুগের পর যুগ ধরে এক শ্রেণির মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে দরিদ্র, নিরক্ষর এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে রেখেছে। তিনি ভারতীয় সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণ করেন এবং শূদ্র-অতিশূদ্রকে সামাজিক বিপ্লবের প্রধান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করেন হিন্দু ঐতিহ্যের সীমাবদ্ধতা থেকে সমগ্র সমাজকে মুক্ত করতে হবে। তৎকালীন ভারতের সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশেষত জাতি ব্যবস্থা, শিক্ষা, কৃষি অর্থনীতি, নারী ও বিধবাদের স্বার্থরক্ষা, অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা, সামাজিক সাম্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি বহুবিধ অবদান রেখেছেন। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে জ্যোতিরাও ফুলে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে বিষয়টিকে তা হল হিন্দু ধর্মের জাতপাত ভিত্তিক বিভাজনের ঘোর বিরোধিতা। অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে বর্ণবৈষম্য থেকে মুক্ত করা। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক গেইল ওমভেট্ এর ভাষায়, জ্যোতিরাও ফুলেই, "প্রথম শূদ্র এবং অতিশূদ্রের দৃষ্টিকোণ থেকে

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.33

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক সম্পূর্ণ নতুন আখ্যান রচনা করেন"। [১] অর্থাৎ তিনিই সর্বপ্রথম ভারতের শূদ্র ও অতিশূদ্র অস্পৃশ্যদের জীবনে নবযুগের সূচনা করেছিলেন।

জ্যোতিরাও ফুলে ভারতের প্রচলিত বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সমাজে শূদ্রসহ নিম্নবর্ণের মানুষদের সার্বিক উন্নয়নে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। জনজীবনে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া আধিপত্য, জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং কৃষকসহ অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষের অধিকারের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর সংগ্রামী চেতনা সমাজের অসাম্য, অন্যায় এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের মূল লক্ষ্য ছিল জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা এবং নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করা। জ্ঞানের স্বীকৃতিই নারীদের অগ্রগতির প্রকৃত শক্তি এবং নিম্নবর্ণের মানুষদের শিক্ষা বিস্তারে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন। ভারতীয় সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় নির্মমভাবে শোষিত ও নির্যাতিত শূদ্র সমাজে তিনিই ছিলেন মুক্তিপথের প্রথম দিশারী। শোষণধর্মী সমাজ ব্যবস্থাকে তিনিই প্রথম প্রতিবাদের কশাঘাতে জর্জরিত করে ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম ভারতে নতুন যুগের বার্তাবহন করে এনেছিলেন শূদ্র সমাজের সন্তান মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে। জ্যোতিরাও ফুলে নারী ও দলিতদের শিক্ষা, সুবিধাবঞ্চিত ও দলিতদের উন্নয়ন এবং ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম করেছিলেন।

তিনি মানবসৃষ্ট কৃত্রিম বৈষম্য দূর করে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ফুলে ভগবান বুদ্ধ, জর্জ ওয়াশিংটন, ছত্রপতি শিবাজী, মার্টিন লুথারের জীবনী পড়েছিলেন এবং তাদের মানবিক আদর্শ ছিল তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস। জ্যোতিরাও ফুলে টমাস পেইনে (Thomas Paine) এর 'The Rights of Man' গ্রন্থের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পেইনের বৈপ্লবিক উদারবাদ (Revolutionary Liberalism) অনুসরণ করে তিনি 'সর্বজনিক সত্যধর্ম পুস্তক' গ্রন্থ রচনা করেন। ফুলে শোষণমূলক ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সমতার নীতি। মহাত্মা ফুলে ছিলেন মানব সমতা ও অধিকারের প্রথম রক্ষক এবং সামাজিক সক্রিয়তার মাধ্যমে নতুন যুগের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে মহাত্মা ফুলে মনুষ্যসৃষ্ট বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করেন। মানব ঐক্য, জাতীয় অগ্রগতি এবং সমতা প্রচারে তাঁর প্রচেষ্টা ভারতে আধুনিক সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে দলিত আন্দোলনের ড. আম্বেদকরের পূর্বসূরি ছিলেন মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে। ভারতবর্ষের অনুন্নত শ্রেণি, অচ্ছুৎ ও মহিলাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি দৃঢ় মত পোষণ করতেন। মহাত্মা ফুলের আদর্শকে আরো এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় সংবিধানের জনক বাবাসাহেব আম্বেদকর। ড. বি. আর. আম্বেদকর বলেছিলেন, "Mahatma Jotiba Phule the Greatest Shudra of Modern India who made the lower classes of Hindus conscious of their slavery to the higher

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

classes and who preached the gospel that for India social democracy was more vital than independence from foreign rule"।[২] অর্থাৎ ড. বি. আর. আম্বেদকরের ভাষায় মহাত্মা ফুলে আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শূদ্র, যিনি হিন্দুদের নিম্নশ্রেণীকে তাদের উচ্চ শ্রেণীর দাসত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলেন। ড. আম্বেদকর "Who were the Shudras?" বইটি মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

সমাজে উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুগের পর যুগ ধরে এক শ্রেণীর মানুষকে নিরক্ষর, দরিদ্র এবং কুসংস্কারচ্ছন্ন করে রেখেছে। জ্যোতিরাও ফুলে বর্ণবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। যে বর্ণ ব্যবস্থায় কুফল কয়েক শতাব্দী ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোগ করেছিলেন এবং আজও অনেকাংশে বর্তমান। ভারতবর্ষে সনাতন হিন্দুধর্মের 'বর্ণাশ্রম' প্রথার ফলে প্রাচীনকাল থেকেই সমাজের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য রয়েছে। এর ফলে 'শূদ্র' শ্রেণির মানুষেরা সর্বদা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত এবং সামাজিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। সেই কারণে তিনি মনে করেছিলেন অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এই শতাব্দী প্রাচীন 'বর্ণাশ্রম' ব্যবস্থার অন্ধবিশ্বাসকে দূর করা সম্ভব। নিম্নসম্প্রদায়কে চিহ্নিত করার জন্য তিনি প্রথম 'দলিত' শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি চেয়েছিলেন যুক্তিবাদ ও সাম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান ও ধর্মীয় সামাজিক কুসংস্কারগুলির অবসান। অর্থাৎ তিনি আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। ফুলের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দলিত আন্দোলন, নারীশিক্ষা আন্দোলন, কৃষক সংগ্রাম এবং অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে আন্দোলনসহ অনেক ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি কর্ম জীবনে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মের পাশাপাশি চিন্তার জগতেও বহুবিধ অবদান রেখেছেন। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল – Brahmanacha Kasab (1869), Gulamgiri (1873), Shetkaryancha Asud (1883), Sarvajanika Satyadharma Pustak (1891), Asprushyanchi Kaifiyat (1893), Tritiya Ratna (1855)

জ্যোতিরাও ফুলের এই সব বইয়ে তাঁর লেখার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত আক্রমনাত্মক ও সাহসী। তাঁর কর্মকাণ্ড ও রচনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে সমাজ মননের গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সৎ, সাহসী, নির্ভীক, নিঃস্বার্থ এবং সর্বোপরি দরিদ্র ও নির্যাতিত মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তিনি ভারতে এমন এক সমাজিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে দরিদ্র এবং অধিকারহীনেরা পাবেন মর্যাদা ও আত্মসম্মান। ফুলে অনুভব করেছিলেন যে ভারতবর্ষে শূদ্র এবং অস্পৃশ্যরা যে ধরণের সামাজিক অসম্মান ও শোষনের শিকার হয়ে এসেছে, পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের অবহেলিত সম্প্রদায়গুলির তুলনায় তা ছিল অতি নিকৃষ্টমানের এবং তাদের মুক্তি জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। তিনি অস্পৃশ্য, কৃষক এবং সর্বোপরি মানুষের উন্নতির জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ফুলের ভাষায়, "My Shudra brethren had even greater hardships and oppression practised upon them then what even the slaves in America" [৩] অর্থাৎ ভারতে শূদ্ররা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বতন ক্রীতদাস থেকেও

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.33

অধিক অত্যাচারিত ও নিপীড়িত।

জ্যোতিরাও ফুলে ছিলেন জাতীয় প্রগতির আধার মানব ঐক্যের প্রভাষক। তাঁর দর্শনের মূল নিহিত আছে বাস্তব ঘটনাবলী পর্যবেক্ষনের উপর। তাঁর দর্শন ভাবনা কল্পনাশ্রয়ী ছিল না, বরং তা ছিল বাস্তবমুখী। জ্যোতিরাও ফুলে ছিলেন একজন সমসাময়িক ভারতীয় দার্শনিক এবং আধুনিক ভারতের অন্যতম নির্মাতা। তিনি নির্যাতিত জাতির দার্শনিক, নেতা ও সংগঠক। তিনি যা প্রচার করতেন তা সর্বদা নিজের জীবনে অনুশীলন করতেন। তিনি অস্পৃশ্য ও নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছিলেন এবং তাদের মুক্তির জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। বর্ণময় কর্মজীবনে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নিম্নজাতির উন্নয়নের জন্য তথা তাদের জ্ঞান, নৈতিকতা, সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন সার্বজনীন শিক্ষার সম্প্রসারণ। কারণ তাঁর মতে শিক্ষাই এই সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে। ড. দেশ রাজ শীর্ষওয়াল (Dr. Desh Raj Sirswal) তাঁর 'Mahatma Jyotiba Phule: A Modern Indian Philosopher' নামক শীর্ষক রচনায় লিখেছেন "Phule wanted to establish a society founded on principles of individual liberty and equality and in place of Hinduism he would have liked to put universal religion." [৪] অর্থাৎ ফুলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে সমাজের পুণর্গঠন করতে চেয়েছিলেন।

জ্যোতিরাও ফুলে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে বিষয়টিকে তা হল হিন্দুধর্মের জাতপাত ভিত্তিক সামাজিক বিভাজনের ঘোর বিরোধিতা। সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অস্পৃশ্যতা ও বর্ণব্যবস্থা নির্মূল, নারী ও দলিতদের শিক্ষা এবং দরিদ্র নারীদের কল্যাণসহ অনেকগুলি ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্তি ছিল। কর্ম, পুণর্জন্ম, মোক্ষ, জাতি সংক্রান্ত নিয়মনীতি, পবিত্র অপবিত্রের ধারণা, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি হিন্দু বিশ্বাসের বোধগুলিকে তিনি সুস্পষ্টভাবে পরিত্যাগ করে মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের জন্য যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন যে শূদ্রদের সামাজিক দাসত্ব বজায় রাখার জন্য ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রগুলি রচিত হয়ছিল এবং হিন্দু ধর্মের ইতিহাস হল শূদ্রদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কাহিনী। ফুলে ছিলেন ঊনিশ শতকের চিন্তাবিদদের মধ্যে একজন যিনি ব্রাহ্মণ আধিপত্য এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে নিরলস যুদ্ধ করেছিলেন। সত্য ও যুক্তির ভিত্তিতে একটি সমতাবাদী সমাজের জন্য সংগ্রাম করেছেন। মহাত্মা ফুলে সামাজিক ধর্মীয় শৃঙ্খল থেকে নারীদের মুক্তি এবং বর্ণভেদ নির্মূলের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি হিন্দুধর্মের বেদের পবিত্রতাকে 'ভ্রান্তচেতনা' বলে উল্লেখ করেছেন এবং সিদ্ধান্তে এসেছেন, এটি অবিশ্বাস্য যে, ধর্মগ্রন্থ সমূহ ঈশ্বরসৃষ্ট।

জ্যোতিরাও ফুলে তাঁর সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রশ্নগুলি চিহ্নিত করেছিলেন এবং সেগুলির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ধর্ম, বর্ণপ্রথা, আচার অনুষ্ঠান, ব্রিটিশ শাসন, পৌরাণিক কাহিনী, লিঙ্গ বৈষম্য, কৃষি উৎপাদনের ব্যবস্থা এবং কৃষকদের সামাজিক

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.33

অবস্থান ইত্যাদি। ১৮৪৮ সালে জ্যোতিরাও ফুলে নিম্নবর্ণের ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষায় আগ্রহী একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে কর্মকাণ্ড শুরু করেন। তিনি তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীবাঈকে পড়াশোনায় উৎসাহিত করেছিলেন। বাড়িতে তিনি স্ত্রী সাবিত্রীবাঈকে পড়ানো শুরু করেন এবং ১৮৪৮ সালের আগষ্ট মাসে পুণাতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ ফুলে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কারণ তিনি মনে করতেন মেয়েদের আগে শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। নারী হচ্ছে মাতৃজাতি। মায়ের নিকট থেকেই ছেলে মেয়েরা প্রথম শিক্ষালাভ শুরু করে থাকে।

তিনি যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সমাজে শোষিত, বঞ্চিত এবং অবহেলিতদের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য সেখানে কোন মহিলা শিক্ষিকা শিক্ষাদানের সাহস দেখাতে না পারায় জ্যোতিরাও ফুলে তাঁর স্ত্রীকে সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসাবে পাঠদানে রত হতে বলেছিলেন। গোঁড়া সমাজপতিরা জ্যোতিরাও উপর ক্ষিপ্ত হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ অভিযান শুরু করেন। যখন উচ্চবর্ণের মানুষেরা স্কুল বন্ধ করতে পারল না তারা তখন বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথে সাবিত্রীবাঈকে গালাগালি, ভীতি প্রদর্শন এবং এমন কি তাঁর প্রতি ঢিল পর্যন্তও ছুঁড়তে থাকেন। সাবিত্রীবাঈ সব অপমান ও অত্যাচার সহ্য করে নিজের কর্তব্যে অবিচল থাকেন। সাবিত্রীবাঈ ফুলেই ভারতের প্রথম নারী শিক্ষিকা। ১৮৫১ সালে জ্যোতিরাও ফুলে একটি বিদ্যালয় গড়ে তোলেন, যেখানে সাবিত্রীবাঈ শিক্ষাদান করতেন। ১৮৫২ সালে তিনি মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের জন্য আরো দুটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও তিনি বিধবাদের দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফুলে বিধবা এবং দুঃখী সন্তানদের লালন পালনের জন্য হোম গড়ে তুলেন। তিনি কন্যা ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং জল সংকট দূর করার জন্য অভিযান শুরু করেন। জ্যোতিরাও ফুলে বিধবাদের পুনরায় বিবাহের ব্যাপারে উদ্যোগী হন। ফুলের জীবনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান ছিল নিম্নশ্রেণির মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। তিনি মনে করেন, কেবলমাত্র শিক্ষার সাহায্যে ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব। 'Shetkaryacha Asud' (The Cultivator's Whipcord) বইটির ভূমিকায় জ্যোতিরাও ফুলে বলেছেন,

> "Without education wisdom was lost;
> without wisdom morals were lost;
> without morals development was lost;
> without development wealth was lost;
> without wealth the Shudras were ruined;
> So much has happened through lack of education."[৫]

একজন যথার্থ মহান শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সমাজে তিনি নারী শিক্ষা বিস্তারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.33

তৎকালীন সমাজ ছিল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। যেখানে তিনি বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিধবাদের দুরবস্থা মোচনের জন্য শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অর্থাৎ যথার্থ অর্থে নারী শিক্ষার অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন ফুলে।

১৮৮২ সালে ভারত সরকার নিযুক্ত ভারতীয় শিক্ষা কমিশন সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন। যার প্রেসিডেন্ট স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের নামে এই কমিশনের নাম হয় 'হাণ্টার কমিশন'। প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষার অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই অনুসারে ঐ কমিটি প্রত্যেক প্রদেশের সমস্যা অনুসন্ধান করে। জ্যোতিরাও ফুলে এই কমিশনের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। তিনি 'হাণ্টার কমিশন'র কাছে তাঁর স্মারক বক্তব্য শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, "নারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক বছর পর আমি একটি মিশ্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি যেখানে নিচু জাতি বিশেষত মাহার ও মঙ্গরা পড়াশোনা করবে এবং আমি আরও দুটি বিদ্যালয় পরে যুক্ত করেছি। আমি এই কাজ প্রায় নয়-দশ বছর ধরে করে আসছি"।[৬] তিনি বিশ্বাস করতেন যে বিপ্লবী চিন্তাকে বিপ্লবী অনুশীলন দ্বারা সমর্থন করতে হয়। ১৮৫৫ সালে তিনি শ্রমিক শ্রেণির নারী ও পুরুষদের শিক্ষার সুবিধার্থে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। নিম্নজাতির শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে ফুলে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন অস্পৃশ্য শূদ্ররা ছিল অবহেলিত, দারিদ্র ও নিরক্ষর। তিনি জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্ঠাব্দের ১১ই মে বোম্বাইয়ের জনগণ তাঁকে 'মহাত্মা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

জ্যোতিরাও ফুলে জাতপাতের ভিত্তিতে উঁচু-নীচু ভেদ, দমন পীড়ন আর অস্পৃশ্য বঞ্চিত জাতিগুলিকে সংগঠিত করে একচেটিয়া ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে হিন্দু ধর্মের ইতিহাস আসলে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য এবং শূদ্রদের দাসত্বের ইতিহাস। হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলিতে তিনি ধূর্ততা, স্বার্থপরতা এবং কপটতা খুঁজে পেয়েছেন। মহাত্মা ফুলে ধর্মের অবক্ষয়িত রূপের সমালোচনা করেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে ব্রাহ্মণ্যবাদ ইতিহাস জুড়ে নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রতারণা করেছেন। অস্পৃশ্যতা, উচ্চ-নীচ, শুদ্ধ ও দূষিত এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের অমানবিক, আগ্রাসী এবং নিপীড়ক প্রভৃতি ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে, ফুলে মানবিক সাম্য ও মর্যাদা অনুসারে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ধারণা প্রচার করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে সমাজে জন্মগতভাবে সকল মানুষ স্বাধীন ও সমান। ঈশ্বর যখন সকলকে সমানভাবে তৈরি করেছেন সেখানে কেবল জাতপাত, ধর্মমত এবং লিঙ্গগত কারণে অন্যের উপর অত্যাচার করার অধিকার নেই। তিনি হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী এবং ধর্ম গ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যেগুলি শূদ্র শোষণের উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছিল। Dr. Sirswal তাঁর 'Mahatma Jyotiba Phule: A Modern Indian Philosopher' রচনায় লিখেছেন "Jyotiba Phule revolted against the unjust caste system under which millions of people had suffered for centuries and developed a critique of Indian social order and

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.33

Hinduism.”।[৭]

তিনি এমন এক সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে স্বাধীনতা, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব, মানবিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক সাম্য, মূল্যবোধের ভিত্তিতে সর্বজনীন মানবতা প্রতিষ্ঠিত হবে। অসাম্য ও শোষন ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে তিনি বর্জন করার কথা বলেছেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী যিনি সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য, নারীদের ক্ষমতায়ন এবং শিক্ষার প্রসারে নিরলসভাবে কর্ম করেছেন। তাঁকে অনুসরণ করে সমাজ পরিবর্তনের যে আদর্শের কথা ব্যক্ত করেছেন তা উল্লেখ করতে পারি -“Phule believed in overthrowing the social system in which man has been deliberately made dependent on others, illiterate, ignorant and poor, with a view to exploiting him. To him blind faith eradication formed part of a broad socioeconomic transformation. This was his strategy for ending exploitation of human beings. Mere advice, education and alternative ways of living are not enough, unless the economic framework of exploitation comes to an end... Shudras become conscious of their caste identity and started claiming equality with higher castes in all areas of life. In short, Mahatma Jyotiba Phule liberated women and Shudras from the control of religious vested interests and laid the foundation for a Backward Class Movement in India” ।[৮]

মহাত্মা ফুলের সমাজ ভাবনা ও কর্মকাণ্ডের সমস্ত দিকগুলি একে অপরের সঙ্গে জড়িত। তিনি ১৮৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা করেন ‘সত্যশোধক সমাজ’, দলিত সম্প্রদায়কে যুক্তি ও ন্যায়ের শিক্ষা দিতে। সত্যশোধক সমাজের উদ্দেশ্য ছিল সত্যশোধক বিবাহ। গণবিবাহ আয়োজন করা হত ব্রাহ্মণ পুরোহিত, অগ্নিসাক্ষী ও দেনাপাওনা ছাড়া। জাতি নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এই সমাজের লক্ষ্য। বর্ণ কাঠামোয় অস্পৃশ্য শূদ্র জাতিগুলিকে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র সমূহের হাত থেকে রক্ষা করার ডাক দিয়েছিল সত্যশোধক সমাজ। সত্যশোধক সমাজ ছিল সমাজ সংস্কারমূলক সংগঠন। এই সমাজ সামাজিক কুসংস্কারের বিরোধিতার পাশাপাশি অস্পৃশ্য শূদ্র শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিল। মহাত্মা ফুলে বলেছেন পুরুষ এবং স্ত্রী সম-অধিকার সম্পন্ন। তাদের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্যের দ্বারা বঞ্চিত করা যাবে না। তিনি সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নিপীড়িত সম্প্রদায়ের মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ফুলে অসাম্য এবং শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে ছুঁড়ে ফেলার কথা বলেছেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি বিশেষ করে নিম্নবর্গের মানুষ এবং মহিলাদের শিক্ষায় ব্রতী হন। ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা পরিহার করে তিনি যুক্তিবাদী শিক্ষার প্রসার ঘটান। এছাড়াও সত্যশোধক সমাজের উদ্দেশ্য ছিল বর্ণভেদ প্রথার অবসান ঘটানো এবং নিম্নবর্ণের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা। সত্যশোধক সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল অস্পৃশ্য শূদ্রদের ধর্মীয় ও সামাজিক দাসত্বের

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.33

শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। তিনি মানুষের ঐক্য, মুক্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের মধ্যদিয়ে সামাজিক বিকাশের কথা বলেছেন।

জ্যোতিরাও ফুলে যেমন সমাজ সংস্কারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করছিলেন তেমনি তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে লেখনীর মাধ্যমে সমগ্র সমাজের কাছে তুলে ধরেছিলেন। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'গোলামগিরি'। বইটি উৎসর্গ করা হয় সেই সমস্ত মার্কিন নাগরিক যারা নিগ্রোদের ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। গোলামগিরি (Slavery) গ্রন্থের মুখবন্ধে শুরুতেই জ্যোতিরাও ফুলে গ্রীসের মহাকবি হোমারের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, "The day that reduces a man to slavery takes from him the half of his virtue." [৯] যেদিন মানুষ মানুষকে দাস বানাল, সেই দিনই তার মনুষ্যত্বের অর্ধেক বিলুপ্ত হল। গুলামগিরি গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য ছিল 'গুলাম' বা দাস-জীবনের কথা তুলে ধরা।

জ্যোতিরাও ফুলে তথাকথিত অস্পৃশ্য ও দলিত শ্রেণির মানুষের সামাজিক মর্যাদা অর্জনের জন্য বহু আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন, দলিত আন্দোলন, নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে আন্দোলনসহ একধিক আন্দোলনের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। জীবনের কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তাঁর দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা গড়ে উঠেছিল।

জ্যোতিরাও ফুলে মানুষের মধ্যে ঐক্য, মুক্তি, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশের কথা ব্যক্ত করেছেন। মহাত্মা ফুলে ছিলেন একজন মহান সামাজিক দার্শনিক যিনি নিপীড়িতদের মুক্তির জন্য সারা জীবন কাজ করেছেন। তাঁর সামাজিক দর্শন আজও প্রাসঙ্গিক। ফুলের সামাজিক চিন্তা মানবতাবাদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তিনি সমতা, ন্যায়বিচার এবং শান্তির মূল্যবোধের উপর তাঁর কর্ম ও চিন্তার মাধ্যমে একটি মূল্যবোধভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ডাক দিয়েছিলেন।

সুতরাং মানবমুক্তির সূর্য্য মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে তাঁর বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতির মধ্য দিয়ে মানব মুক্তির দর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। একধারে ব্যক্তির মুক্তি এবং অন্যদিকে সমাজের মুক্তি – এই দুই মুক্তিকে সংযুক্ত করে তিনি এক অভিনব দার্শনিক চিন্তার অবতারনা করেছেন। শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত ব্যক্তি মুক্তিদূত হিসাবে অন্যদের মনে মুক্তির আলোক বর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করবে – এই ছিল তাঁর দর্শনের মূল কথা এবং এই ভাবেই সমগ্র জাতি, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষাধারায় স্নাত হয়ে মুক্তিসূর্য্যের আলোয় নিজেদের উদ্ভাসিত করবে। এটাই ছিল মুক্তিসূর্য্য মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের মানব মুক্তি দর্শন। এই মুক্তি শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে অন্তরের গুণাবলী বিকাশের দ্বারা সম্ভব বলেই তিনি মনে করতেন। আজও জাতপাতের কালিমালিপ্ত মানব সমাজ অপেক্ষা করে আছে মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের মুক্তিসূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার অপেক্ষায়।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.33

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন – "এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"।[১০] যাঁরা অবহেলিত, ক্লান্ত শ্রান্ত জীবনযুদ্ধে পরাহত তাঁদের পাশে দাঁড়ানো একটি মানবিক মহান কর্তব্য। জ্যোতিরাও ফুলে এক মানবিকতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর অবদানের জন্য সমস্ত মানুষ, বিশেষ করে দলিত শ্রেণীর মানুষ, চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। তাঁর জীবন ভবিষ্যৎ সমাজকেও বার্তা দেবে – 'শুনহ মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। সেজন্য আজও ফুলে আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। মানুষের পরিচয় তার গোলামগিরিতে নয় বরং সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার মধ্যে – একথা তিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, সেজন্যেই তো তিনি মুক্তিসূর্য্য – অবহেলিতদের কাছে একরাশ আলো।

তথ্যসূত্র

১। দাস, সমীর কুমার. ***বি. আর. আম্বেদকর: দলিত মুক্তি ও রাষ্ট্রগঠন,*** সত্যব্রত চক্রবর্তী (সম্পাদিত), ভারতবর্ষ: রাষ্ট্র ভাবনা, একুশ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৩১৫।

২। ***Who were the Shudras?*** Dr. B. R. Ambedkar, Dr. Babasaheb Ambedkar writings and Speeches, Volume no. 07, Dr. Ambedkar Foundation, Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India, Jan, 2014, p. 06

৩। Phule, Jotirao Govindrao. Slavery, Translated by Prof. P. G. Patil, Education Department, Government of Maharashtra Mantralaya, Bombay, 1991, p. 20.

৪। Sirswal, Dr. Desh Raj. Mahatma Jyotiba Phule: A Modern Indian Philosopher, p. 1 https://www.researchgate.net/publication/272303358, dated 20.08.2025

৫। Jotirao Phule: Shetkaryaca Asud translated by Gail Omvedt and Bharat Patankar, 1883, Pune, p. 3 https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/shetkaryaca-asud-the-whipcord-of-the-cultivators/ dated 20.08.2025

৬। খান, ড. ইয়াসিন.***জ্যোতিরাও ফুলে: ভারতীয় সমাজ ভাবনায় বিকল্প ধারায় পথিকৃৎ,*** দলিত ও জাতপাত কথা, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা – ৯, ২০১৪, পৃ. ২৯৭।

৭। Sirswal, Dr. Desh Raj. Mahatma Jyotiba Phule: A Modern Indian Philosopher, p. 1 https://www.researchgate.net/publication/272303358.dated 20.08.2025

৮। Sharanabasappa, B. Ragi, Jyoti, S. Bamman (2011) *Mahatma Phule and women's Emanicpation*, p. 113.

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

c/f Sirswal, Dr. Desh Raj. Mahatma Jyotiba Phule: A Modern Indian Philosopher, p. 7
https://www.researchgate.net/publication/272303358,dated 20.08.2025

৯। Phule, Jotirao Govindrao. Slavery, Translated by Prof. P. G. Patil, Education Department, Government of Maharashtra Mantralaya, Bombay, 1991, p. 17.

১০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. সঞ্চয়িতা, সাহিত্যম্, কলকাতা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫৯।